TRUE COPY

November, 14, 1980

Agenda-3: Refixation of inter-district boundary due to change of river course.

Decisions.

11. (a) The proposal of the Ministry of Land Administration and Land Reforms for re-fixation of inter-district boundaries due to change of river course as contained in para 8 of the Summary was approved.

(b) The Ministry of Land Administration and Land Reforms will prepare a paper regarding the law of ownership of alluvial land including land reformed-in-site and place it before the Council.

Sd/- Ziaur Rahman.
President.
24.11.80.

No.CM-49/80/627-Cab. Dated 9.12.1980.

Extract forwarded for information and necessary action to Mr.Jamaheruddin Ahmed, Secretary, Ministry of Land Administration and Land Reforms.

2. A report as to the progress of implementation of the decision of the meeting of the Council of Ministers may please be furnished to this Division (Mr.G.A.Choudhury, S.O. Implementation Section) within a fortnight and thereafter monthly report be also sent regularly till the decision of the Council is fully implemented.

Sd/- Badiur Rahman.
9.12.80.
Section Officer.

K/31.3.

গোপনীয়/

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী পরিষদের বিবেচনার জন্য সারসংক্ষেপ

বিষয়:- নদীসমূহের মূল স্রোতের গতি পরিবর্তনের ফলে জিলা সমূহের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সংশোধন।

১। অবিভক্ত বাংলা সরকারের ১৮৯১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনা নদীর মূল স্রোত ধারাই উক্ত নদীসমূহের তীরবর্তী জেলা আন্তঃ-জেলা সীমানা হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছিল।

২। ঐ সকল নদী প্রায়ই উহাদের গতি পরিবর্তন করে বলিয়া উহাদের তীরবর্তী জেলা সমূহের আন্তঃ-জেলা সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দরকার এবং জনসাধারণ উভয়েরই পক্ষে বিশেষ কষ্ট সাধ্য ব্যাপারে দাড়াইয়াছিল। পরবর্তীকালে ১৯০৪ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা এবং ময়মনসিংহ জেলার টাংগাইল মহকুমার সীমানা নির্ধারণে এইরূপ অসুবিধা দেখা দিলে তখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ১৮৯১ সালের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক মূল মধ্য-স্রোত নীতি অনুসরণ করিয়াই এই সব সীমানা নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কোন বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলাদ্বয়ের অফিসারগণ যুক্ত অনুসন্ধান কাজ চালাইয়া মূল স্রোত ঠিক করিবেন।

৩। ১৯৫৬ সালে স্টেট একুইজিশন জরিপে উপরোক্ত নীতিতে নদী তীরবর্তী জেলা-সমূহের আন্তঃ-জেলা সীমানা নির্ধারণ করা হয় এবং তার ফলে পাবনা জেলার ১৭৫ টি মৌজা এবং বগুড়া জেলার ২৮ টি মৌজা ময়মনসিংহ জিলায় এবং বাখরগঞ্জ জেলার ৪৯ টি মৌজা ফরিদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জিলায় অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন দেখা দেয় এবং ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী থানা এলাকা পরিবর্তনের জন্য যথারীতি খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারী করার জন্য পুলিশ দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল জেলা কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্যও উদ্যোগী হইয়াছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট মৌজাসমূহের থানা ও জেলার এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট গ্রামবাসীদের এবং জেলা কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কারণ স্বরূপ বলা হয় যে -

(ক) এই সমস্ত বড় নাব্য নদীগুলি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতির এবং প্রতি বছরই এদের গতি পরিবর্তন হয় এবং প্রত্যেকবার ইহাদের গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম-

(খ) এর ফলে নদী সিকস্তি প্রজাগণের তাহাদের হস্তচ্যুত ভূমি যখন নদীর অপর পারে অন্য জিলায় উত্থিত হয় তখন উহার উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উহার আশ-পাশের লোকদের তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হইতে হয়।

(গ) জমিদারী প্রথা বিলোপের পর খাজনা আদায় সহ ভূমি প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সরাসরি সরকারের দায়িত্বে ন্যস্ত হইয়াছে। বর্তমানে যদি এই রূপ নদীর গতি পরিবর্তনের জন্য রেভিনিউ সংক্রান্ত রেকর্ড, সার্টিফিকেট মামলা সমূহ এক জেলা হইতে অন্য জেলায় প্রত্যেকবার স্থানান্তর করিতে হয় তাহা হইলে ঐ সব এলাকার রাজস্ব আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজ খুবই বিঘ্নিত হইবে এবং ইহাতে ক্ষতিগ্রস্থ প্রজাগণও অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্থ হইবেন।

৪। অতঃপর বিষয়টি তদানীন্তন বোর্ড অব রেভিনিউ এবং পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রী সভায় বিবেচিত হয় এবং সরকারের নির্দেশে উহা তদানীন্তন আইন বিভাগ এবং বোর্ড অব রেভিনিউ কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়।

৫। এরপর বিষয়টি ১২-১১-৬৯ তারিখে তদানীন্তন সচিবদের কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় এবং ৩১-৩-৭০ তারিখের সভায় উক্ত কমিটি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে নদী তীরবর্তী জেলা সমূহের আন্ত-জিলা সীমানা স্থায়ী-ভিত্তিক (rigid) হওয়া দরকার। তবে প্রাথমিকভাবে যমুনা নদীর উভয় তীরবর্তী জেলা সমূহের সীমানাই 'রিজিড' করা হউক। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে উক্ত সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত কার্যকর করা হয় নাই। ইতিমধ্যে নদীর গতি ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে আরো কতিপয় জেলার মধ্যে আন্ত-জেলা সীমানা বিরোধ দেখা দিয়াছে।

৬। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মতে নদী তীরবর্তী জেলা সমূহের আন্ত-সীমানা 'রিজিড' করা হইলে জেলা সমূহের সীমানা যাহাতে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাগণ ও জনসাধারণ সহজেই বুঝিতে পারেন উহার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নদীর উভয় তীরে উপযুক্ত স্থান সমূহে স্থায়ী পিলার স্থাপন করতঃ উহাতে 'রিজিড' বাউন্ডারী সমূহের সংকেত সন্নিবেশিত করিতে হইবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে নদী তীরবর্তী জেলা সমূহে আন্ত-জেলা সীমানা 'রিজিড' করা স্থির হইলে ক্যাডাস্ট্রাল/সংশোধনী জরিপের সর্বশেষ সংশোধনকৃত থানা ম্যাপের ভিত্তিতেই করা সংগত হইবে। তবে স্থান বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধা বিবেচনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসকদের সুপারিশক্রমে ইহার কিছুটা রদবদল আবশ্যক হইতে পারে।

৭। পরিশেষে মহা-পরিচালক বলিয়াছেন যে নদী তীরবর্তী জেলা সমূহের আন্ত-জেলা সীমানা XXXX. সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আশু দরকার কেননা উক্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত ৩য় অনুচ্ছেদে বর্ণিত এস,এ, জরিপের ভিত্তিতে নদীর মূল মধ্য-স্রোতধারা নীতি মোতাবেক মৌজা সমূহের প্রস্তাবিত পরিবর্তন সম্পর্কে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা আদৌ সম্ভবপর হইবে না। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে এস,এ, জরিপে প্রস্তাবিত মৌজা পরিবর্তনের ভিত্তিতে জুরিসডিকশন লিস্ট ছাপান হইলেও পি,আর,পি,সির ৪(১)(এস), ধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনা না হওয়ায় প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই এবং এস,এ, জরিপের ভিত্তিতে থানা ম্যাপ ও প্রস্তুত করা হয় নাই।

৮। অতঃপর এই মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন সচিব মহোদয়ের আদেশ মোতাবেক নদী তীরবর্তী জেলা সমূহের,

আন্তঃ-জেলা সীমানা সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি ভূমি প্রশাসন কনসালটেটিভ্ কমিটির মিটিং এ পেশ করা হয় । উক্ত কমিটি ২৪-৮-৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত উহার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেন যে জনগণের দুঃখ ও হয়রানি দূরীকরনার্থে এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দুই জেলার মধ্যবর্তী নদী সীমানা স্থায়ী (রিজিড) হওয়া উচিত এবং বিগত ক্যাডাস্ট্রাল অথবা সংশোধনী জরিপের সংশোধিত নকশা মোতাবেক নদীর উত্তর তীরের উপযুক্ত স্থানে স্থায়ী পিলার স্থাপন করিয়া স্থায়ী সীমানা চিহ্নিত করা উচিত । প্রশাসনিক কারণে দরকার হইলে এই স্থায়ী সীমানা সমন্বয় (adjust) করা যাইতে পারে । উক্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি 'ক' পরিশিষ্টে দেখা যাইবে ।

৯। কনসালটেটিভ্ কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি সংস্থাপন বিভাগ, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রনালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ণ ও সমবায় মন্ত্রনালয়, সহ পাঠানো হইয়াছিল এবং উহার উপরে তাঁহাদের কোন মন্তব্য থাকিলে জানাইতে বলা হইয়াছিল । উহাদের মধ্যে শুধুমাত্র সংস্থাপন বিভাগ হইতে জবাব পাওয়া গিয়াছে। তাহারা জানাইয়াছেন যে বিষয়টি সম্পর্কে ভূমি প্রশাসন কনসালটেটিভ্ কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন সংস্থাপন বিভাগ তা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন । অন্যান্য মন্ত্রনালয় সমূহকে অনেক তাগিদ দিয়াও তাঁহাদের নিকট হইতে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই ।

১০। প্রস্তাবটি সম্পর্কে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিবেচ্য বিষয় হইল :-

(১) নদী তীরবর্তী জেলা সমূহের জেলা সীমানা প্রচলিত নীতির পরিবর্তে স্থায়ী ভিত্তিক (rigid) হইবে কি না ।

(২) নদী তীরবর্তী জেলা সমূহের আন্তঃ-জেলা সীমানা 'রিজিড' করা স্থির হইলে ক্যাডাস্ট্রাল/সংশোধনী জরিপের সর্বশেষ সংশোধনকৃত থানা ম্যাপের ভিত্তিতে করা হইবে কি না ?

১১। উপরোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে ৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপারিশের সহিত অত্র মন্ত্রনালয় একমত ।

১২। মন্ত্রনালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এই সারসংক্ষেপ দেখিয়াছেন এবং অনুমোদন করিয়াছেন ।

১৩। সমস্ত বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি মন্ত্রী পরিষদ সমীপে পেশ করা হইল ।

স্বাঃ- মো, আহমদ
৩-১০-৮০
সচিব,
ভূমিপ্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রনালয়

"কপেম"
০১-০-৮১ ইং ।

NOTIFICATION.

The 17th September 1891.- In supersession of previous notifications, it is hereby notified for general information that the main stream of the rivers Brahmaputra, Ganges, and Megna, under whatever local names they may be called, flowing between, or bordering on, the districts of the Dacca Division, will be the boundary for administrative purposes between the districts on both sides of the rivers.

Sd/- John Edgar,
Chief Secy. to the Govt. of Bengal.